য়েছেন। তিনি বলেন, কলেজগুলোর মান বেচনায় নিজেরাই একটা করে নীতিমালা তরি করে। ভাল কলেজগুলো যদি হুবহু সরকারি নীতিমালা অনুসরণ করে তাহলে ভর্তি পরীক্ষায় অগণিত ছাত্রছাত্রী অংশ নিতে চাইবে। এই অতিরিক্ত ঝামেলা এড়ানোর জন্য এবং কম ছাত্রদের মধ্য থেকে ছাত্র বাছাইয়ের জন্য আবেদনের একটা নিজস্ব নীতিমাল তৈরি করা হয়ে থাকে। এর ফলে ভাল প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভিড় কম হবে।

অধ্যক্ষ আবদুল খালেক বলেন, কলেজ-গুলোতে এইচএসসি ভর্তির নীতিমালা অনুযায়ী ছাত্র ও শিক্ষকের অনুপাত ১ : ৪০। কোন কলেজ একটি শিক্ষাবর্ষে ৪শর অধিক ছাত্র ভর্তি করতে পারবে না। যদি কেউ করাতে চায় তাহলে তাকে অনুমোদন নিতে হবে।

২৮/৭/২০০৮

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...৫...

প্রথম আলো

শিক্ষা মন্ত্রণালয় একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির নিয়মাবলি ঠিক করেছে

নিজস্ব প্রতিবেদক

দেশের সকল শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন ২০০২ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি সংক্রান্ত ১১ দফা নিয়মাবলি সংবলিত নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। গ্রেডিং পদ্ধতিতে এসএসসির ফলাফল নির্ণয় করার ফলে ভর্তির ক্ষেত্রে যাতে কোনো জটিলতা দেখা না দেয় সে কারণেই এই নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির নিয়মাবলি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নির্দেশনা অনুযায়ী প্রত্যেক কলেজে একাদশ শ্রেণীর যেকোনো শাখায় (যথা বিজ্ঞান, ব্যবসায় শিক্ষা, মানবিক) ভর্তির জন্য লিখিত ৮০ এবং ২০ নম্বরের মৌখিকসহ মোট ১০০ নম্বরের পরীক্ষা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়মাবলি নিম্নরূপ

১। ২০০১ সালের এসএসসি/সমমানের পরীক্ষায় সকল বিষয়ে ন্যূনতম 'ডি' গ্রেড প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীরা একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারবে। এ ছাড়া ন্যূনতম জিপিএ ১.৫ এবং এক বিষয়ে 'এফ' গ্রেডপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীরা কলেজে সাময়িকভাবে ভর্তি হতে পারবে। তবে এ ধরনের ছাত্রছাত্রী ২০০২ সালে 'এফ' গ্রেডপ্রাপ্ত বিষয়ে পরীক্ষা দিয়ে গ্রেড উন্নয়ন করতে না পারলে ভর্তি বাতিল হয়ে যাবে।

২। ১৯৯৮ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত এসএসসি/সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরা একাদশ শ্রেণীতে ভর্তিযোগ্য বিবেচিত হবে।

৩। একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির জন্য এসএসসি/সমমান পরীক্ষার এবং কলেজের ভর্তি পরীক্ষার ফল একত্রে বিবেচনা করে মেধাতালিকা তৈরি করতে হবে।

৪। ২০০১ সালের পূর্বে পাস করা ছাত্রছাত্রীদের অতিরিক্ত বিষয় বাদে অন্যান্য বিষয়ে প্রাপ্ত মোট নম্বরের ১০% নিতে হবে যা সর্বোচ্চ ১০০ হবে। ২০০১ সালের ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত জিপিএ-কে ২০ দ্বারা গুণ করতে হবে যা সর্বোচ্চ ১০০ হবে। এক বিষয়ে 'এফ' গ্রেডপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের 'এফ' পাওয়া বিষয় বাদ দিয়ে অবশিষ্ট ৭ বিষয়ের মোট গ্রেড পয়েন্টকে ৭ দিয়ে ভাগ করে গড় নম্বর বের করতে হবে। এই গড় নম্বরকে ২০ দ্বারা গুণ করে উপরোক্ত প্রাসঙ্গিক নম্বর নির্ধারণ করতে হবে।

৫। ভর্তি পরীক্ষার মোট নম্বর হবে ১০০•এবং সময় ১ ঘণ্টা। ভর্তি পরীক্ষার নম্বর শাখাওয়ারি নিম্নলিখিতরূপে বণ্টন করতে হবে।

বিজ্ঞান শাখা		মানবিক শাখা		ব্যবসায় শিক্ষা শাখা	
বিষয়	নম্বর	বিষয়	নম্বর	বিষয়	নম্বর
বাংলা	১৬	বাংলা	১৬	বাংলা	১৬
ইংরেজি	১৬	ইংরেজি	১৬	ইংরেজি	১৬
পদার্থ	১৬	ইতিহাস	১৬	ব্যবসায় পরিচিতি	১৬
রসায়ন	১৬	ভূগোল	১৬	হিসাব বিজ্ঞান	১৬
জীববিজ্ঞান /উচ্চতর গণিত	১৬	অর্থনীতি/পৌরনীতি	১৬	ব্যবসায় উদ্যোগ/বাণিজ্যিক ভূগোল	১৬

৬। এসএসসি পরীক্ষায় বিজ্ঞান শাখা হতে আগত ছাত্রছাত্রীরা একাদশ শ্রেণীতে মানবিক/ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় ভর্তি হতে পারবে। ভর্তির জন্য বাংলা, ইংরেজি, সাধারণ গণিত, সামাজিক বিজ্ঞান ও সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে ৮০ নম্বরের পরীক্ষা দিতে হবে।

৭। এসএসসি/সমমান পরীক্ষার মোট নম্বর ১০০, ভর্তি পরীক্ষার মোট নম্বর ৮০ এবং নৈর্বাচনিক (বিশেষায়িত শিক্ষা) বিষয় ২০ নম্বর যোগ করে অবশ্যই মেধাতালিকার ভিত্তিতে ভর্তি করতে হবে। বিশেষায়িত বিষয়ের ২০ নম্বর নৈর্বাচনিক বিষয় ও চতুর্থ বিষয়ের গ্রেড পয়েন্ট যোগ করে পাওয়া যাবে।

৮। ২০০১ সালের পূর্বে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরকে ১.২৫ দিয়ে গুণ করে ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর নির্ধারণ করতে হবে।

৯। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হতে এসএসসি পাস ছাত্রছাত্রীরা একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির আওতায় আসবে না।

১০। ভর্তি পরীক্ষায় নির্বাচিত ছাত্রছাত্রীরা বোর্ড প্রদত্ত সময়সূচি অনুযায়ী নির্ধারিত ফি জমা দিয়ে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারবে।

১১। ভর্তির সময় সিলেবাস অনুযায়ী নৈর্বাচনিক বিষয় হিসেবে শাখাওয়ারি 'ক' ও 'খ' গুচ্ছ থেকে নির্ধারিত সংখ্যক বিষয় সঠিকভাবে নির্বাচন করতে হবে। অন্যথায় একাদশ শ্রেণীতে রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হবে না এবং উক্ত ছাত্রছাত্রী উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।